আপনি কি শোনেন নাই?

আমার বন্ধুরা, আপনি হয়তো মেধাগত ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে গর্বিত, মানবিক বিজ্ঞানের অহংকারী দাবী ও আপনার দৃঢ় উক্তি যে আপনি ধার্মিক ব্যক্তি নন। শুনুন, যদি আপনি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করেন যে অগণিত ছায়াপথ ও সৌরজগতের অস্তিত্ব(যেগুলি তাদের চলার পথে, একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খায় না এবং অভ্যান্তরীন ভাবে আবর্তিত হচ্ছে যার ফলে আপনি আপনার ঘড়ির সময় নির্ধারণ করতে পারছেন) লাভ করেছে, যখন আদিম ধুলিকণার বিক্ষিপ্ত মেঘ লক্ষ্যহীন ও স্বতস্ফুর্তভাবে সেগুলোকে মহাশূন্যের বাইরে নিক্ষেপ করেছে, তখন বাইবেল একেবারে সঠিক ভাবে আপনাকে বর্ণনা করেছে, "মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে,'ঈশ্বর নাই"(গীত ১৪:১)। বিবর্তনবাদ কোন অবস্থাতেই প্রকৃত বিজ্ঞান নয়: এর যে মূল দাবী তা প্রমাণিত হতে পারে না এবং বার বারই এরকম দেখা গেছে পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানে যা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। উপরন্ত, এর সম্ভাবনা সমূহ বিস্ময়কর। বিপরীত দিকে, প্রকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক বিজ্ঞান সব সময়ই বাইবেলের দাবীকে সমর্থন করেছে। থার্মো-ডাইনামিক্সের নিয়ম, পৃথিবীর চুম্বকীয় অর্দ্ধ জীবন, সূর্যের হ্রাসকৃত আকৃতি, সমুদ্রের দিকে নদীর তলানী প্রবাহের হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান, তথাকথিত 'দৃশ্যমান অঙ্গ'-র প্রকৃত মূল্য, জীবাশ্মের বিবরণে "জীবগত নমুনার রূপান্তর" সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে পড়ুন। তারপরে সততার সঙ্গে বলতে চেষ্টা করুন যে পৃথিবী কোটি কোটি বৎসরের পুরাতন এবং আপনার মহা-মহা-মহা-প্রপিতামহ গাছ-গাছালীর মধ্যে আন্দোলিত হয়েছিলেন এবং যা তার মহা-মহা-মহা-প্রপিতামহ একগুচ্ছ আদিমতম তরলের মধ্যে ভাসছিলেন। ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করুন কিভাবে বোম্বাডিয়ার গুবরে পোকা অদ্বিতীয়; ক্ষণজন্মা ট্রিলোবাইট এবং হামিং বার্ড বিবর্তনের বৃক্ষে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। মানব চোখের বিস্ময়কর ও দুরূহ জটিল বিষয়ে ভাবুন এবং সরাসরি তাকিয়ে বলতে চেষ্টা করুন যে এই সব কিছুই হঠাৎই হয়েছে। বিবর্তনবাদকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে দেই মানব দেহের সুসামঞ্জস্যতার এবং বস্তুর মধ্যে যে অনস্বীকার্য পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া যায় তার জন্য। মানুষের বিবেক সম্মন্ধে কি বলবেন, কিছু সত্যিই অদ্বিতীয় এবং সম্পূর্ণরূপে অন্য সব প্রাণীর নমুনার মধ্যে অনুপস্থিত? কিভাবে এটি 'উন্নয়ন' হয়েছে? না আমার বন্ধু, সাধারণ জ্ঞান আমাদের বলে যে প্রতিটি পরিকল্পনার একজন পরিকল্পক রয়েছেন। ঈশ্বরকে অস্বীকার এবং বিবর্তনবাদ তত্ত্বে গর্ব আপনাকে একজন ধর্মীয় মানুষে পরিণত করে। আপনি একজন ব্যক্তি-কেন্দ্রীক ধর্ম পালন করছেন যেখানে বাইবেলের সাধারণ দাবীর চেয়েও বেশী বিশ্বাস আবশ্যক, এবং আপনার ধর্ম সম্পূর্ণরূপে সঙ্গিত বিধান করবে এডলাফ হিটলার, খেমাররুজ, যোষেফ ষ্টালিন, সাদ্দাম হোসেন এবং অন্যান্য সকল পাগল লোকের বর্বরতার সঙ্গে যা সহজ ভাবে গ্রহণ করেছে "সারভাইভাল অফ দা ফিটেষ্ট," বা 'যে পারবে সেই টিকবে' এরকম তত্ত্ব এর যুক্তিগত উপসংহারে। যদি আপনার জন্য সকল কিছু শেষ হয় মৃত্যুতে, তাহলে হিটালার যা কিছু করেছেন তা নিয়েই যেতেন এবং আপনি তার চেয়ে বেশী ভাল নন। কেন আপনার দুঃখ-দুর্দশা থেকে নিজেকে দূরে রাখছেন না?

সকল উপহাস একপাশে রাখুন, একজন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আছেন, এবং ইতিমধ্যে তিনি অনেকবার আপনাকে বলেছেন, আপনি কি শোনেন নাই?

সৃষ্টির কথা শুনুন!

সৃষ্টির বার্তা সবত্র দৃশ্যমান: "আকাশ মণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, বিতান তাঁহার হস্তকৃত কর্ম জ্ঞাপন করে। দিবস দিবসের কাছে বাক্য উচ্চারণ করে, রাত্রি রাত্রির কাছে জ্ঞান প্রচার করে। বাক্য নাই, ভাষাও নাই, তাহাদের রব শুনা যায় না"(গীত ১৯:১-৩)। সৃষ্টি (অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, বিশাল মহাসমুদ্র, প্রাণী, সুর্য, চন্দ্র, পরিষ্কার উজ্জ্বল তারা ভর্তি রাতের আকাশ, বাতাস, তুষার, প্রবল গ্লেসিয়ার, মেরুর আকাশে বৃত্তাকার আলো ইত্যাদি)সজোরে ঘোষণা করছে যে এই সব কিছুর একজন মালিক আছেন: এমন একজন যিনি সবত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান, গৌরবময় ও সর্বজ্ঞানী। সৃষ্টির বার্তাকে অস্বীকার করা হল ইচ্ছাকৃত অবহেলা এবং আপনার আর অজুহাত দেবার পথ থাকে না (রোমীয় ১ঃ১৯-২০)।

দু:খিত ভাবে বলতে হয়, অনেকেই এই বার্তাকে অবহেলা করেছে, তারা খাঁটি ঈশ্বরের গৌরবকে দেবতাদের সঙ্গে পরিবর্তন করেছে ও আরাধনা করছে এবং সৃষ্টিকর্তার চেয়ে তাঁর সৃষ্টকে সেবা করেছে বেশী (রোমীয় ১ঃ২৩-২৫)। কেউ

কেউ সোনা, রূপা এবং পাথরের মূর্তির আরাধনা করে; অন্যেরা আরাধনা করে "মা ধরিত্রিকে" যা হল সর্বশক্তিমান ডলার," তাদের নিজেদের আত্ম-ঘোষিত ধার্মিকতা, ভ্রান্ত ধর্ম, একজন মানুষ(প্রতিটি ভ্রান্ত দলে), অথবা মানবজাতি নিজেই (অর্থাৎ বিবর্তনবাদ)। তথাপি, এই সব কিছুর মালিক তাঁর নিজের সাক্ষী ছাড়া চলে যাননি, আমাদের মঙ্গল করছেন এবং স্বর্গ থেকে বৃষ্টি এবং ফলবন্ত ঋতু দিচ্ছেন(প্রেরিত ১৪ঃ১৭)। আপনি কি শোনেন নাই?

অভিশাপের কথা শুনুন!

দ্বিতীয় যে উপায় যার মাধ্যমে ঈশ্বর এই গ্রহে আপনার এবং অন্য সকলের সঙ্গে কথা বলে থাকেন তা হল অভিশাপের বার্তার মাধ্যমে। বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন যে এই জগতের কষ্টভোগ হল মানুষের কামনার ফলাফল। অন্য কথায়, যদি মানুষ কখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যেখানে তার কোন কামনা থাকবে না, তাহলে তার আর কোন কষ্টভোগও থাকবে না। হিন্দু গুরুরা লম্বা শিক্ষা দেয় যে মানুষ পূণর্জন্মের এক অবিরাম চক্রে আবর্তিত হচ্ছে, যার সঙ্গে কর্ম কেবল দ্বন্দ্ব করতে পারে। অন্যান্য ধর্মে এরকম অনেক বিষয় রয়েছে। এই সব কিছুই হল অভিশাপের বাস্তবতা।

আদি ১-৩ অধ্যায় পবিত্র বাইবেলে আমাদের বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডের সৃষ্টি সর্ম্পকে, মানব জাতির উৎপত্তি সর্ম্পকে এবং প্রথম পুরুষ ও স্ত্রীর এদন বাগানে আত্মিক ও নৈতিক পতন সর্ম্পকে বলে। আদম ও হবার অবাধ্যতার কারণে, পাপ এবং মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে এবং পবিত্র ঈশ্বর সৃষ্টি ও মানবজাতিকে অভিশাপ দিয়েছেন(রোমীয় ৫ঃ১২)। চারিদিকে দেখুন! মন্দতা, অসুস্থ্যতা, মৃত্যু, রোগ, প্রাকৃতিক দুযোর্গ, দাম্ভিকতা এবং দূনীতি আজ সবর্ত্র বিরাজিত। অনেকে আজ ঈশ্বরকে দায়ী করেন অথবা তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন এই সব বিষয়ের জন্য, কিন্তু দোষ তো আমাদের। পৃথিবী ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে ঝড়, ভুমিকম্পের বিভিষীকায়, আগ্নেয়গিরি থেকে গলিত লাভার উদগীরনে। কেন? আজকের সমাজ দুষ্টদের দৌরাত্মে পরিপূর্ণ, সমাজ শাসিত হচ্ছে দুর্ণীতিগ্রস্থ সরকার ও রাজনীতিকদের দ্বারা এবং কতৃর্ত্ব করছে "যারা পারছে তারা," কেন? এর কারণ হল পাপের অভিশাপ এবং আমাদের সকলের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা একটি বার্তা: সমস্যা রয়েছে সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এবং "ধিক তাহাকে, যে আপন নির্মাতার সহিত বিবাদ করে"(যিশা ৪৫ঃ৯)।

কেউ কেউ অভিশাপের খুব কাছে বাস করেন আবার অনেকে এর থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন। তৃতীয় বিশ্বের গ্রামবাসীরা প্রতিদিন অভিশাপের বাস্তবতার সম্মুখীন হচ্ছেন। কেন আমার শষ্য জন্মাচ্ছে না? কেন আমার সন্তান অসুস্থ্য? কেন একটি বন্য জন্তু আমার প্রতিবেশীকে মেরে ফেলেছে? এর অবশ্যম্ভাবী উত্তর হল: "নিশ্চয় আমার মধ্যে বা আমার পরিবারে বা আমার গ্রামবাসীদের কোন সমস্যা রয়েছে।" কারণ অনেকেই ঈশ্বরকে চেনেন না, এই জন্য তারা অভিশাপের মোকাবেলার চেষ্টা করে উৎসর্গ দিয়ে এবং আত্মা, পর্বত, সূর্য, আকাশ, তাদের পূর্ব-পুরুষ ইত্যাদিকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন, সৃষ্টির দিকে ফিরুন যখন তাদের সকলের উচিৎ সৃষ্টিকর্তার দিকে তাকান(রোমীয় ১ঃ২৫)। আজকের প্রকৌশলগত জগত এবং সমৃদ্ধ সমাজের লোকেরা অভিশাপ থেকে নিজেদের সুরক্ষা করছে। যদি আমি অসুস্থ্য হই, আমি ওষুধ খাই, যদি আমি ক্ষুধার্ত হই, আমি খাবার খুঁজি। যদি আমি অসুবিধা বোধ করি তবে আমি আরাম বা সুবিধা খুঁজি এবং ভুলে যাই যে সমস্যা রয়েছে। তথাপি অস্বীকৃতি ও সুবিধাসমূহ বাস্তবতাকে মুছে ফেলতে পারে না: আমরা অসুস্থ্যতা ও রোগের দ্বারা বেষ্টিত; এবং মৃত্যু হল অভিশাপের সবচেয়ে বড় প্রমাণ, সব কিছু আমাদের চতুর্দিকে রয়েছে(রোমীয় ৫ঃ১২)। ১০ জনের মধ্যে ১০ জনই মারা যায়, তদ্রুপ আপনিও যাবেন। এই সময়ের বাণী হল "সবলভাবে বাঁচ!" কিন্তু অভিশাপের সত্য অন্যদিকে বলছে: "সবলভাবে বাঁচ, যে কোন ভাবে মর!" আপনি কি শোনেন নাই?

হ্যাঁ আপনাকে ইতিমধ্যে সৃষ্টি ও অভিশাপের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর বলেছেন: একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সমস্যা রয়েছে। ঈশ্বর যেভাবে প্রতিজ্ঞা করেছেন(প্রেরিত ১৭ঃ৩১) ধার্মিকতায় জগতের বিচার করবেন সেই সময় যতই কাছে এগিয়ে আসছে এই বার্তাই কেবল উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে(লূক ২১ঃ২৫-২৬; যিশা ১৩ঃ৯-১৩; রোমীয় ৮ঃ১৯-২২)। আপনি কি শুনছেন?

আপনার বিবেকের কথা শুনুন!

তবুও ঈশ্বর আবার আপনার কাছে কথা বলছেন এবং আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আপনি এটি শুনছেন আপনি যতবার গণনা করতে পারেন তার চেয়েও বেশী বার, তথাপি আপনি এখনও আপনার কানে আঙ্গুল চেপে রাখাটা বেছে নিয়েছেন। আপনাকে আপনার সৃষ্টিকর্তা বিবেক দিয়েছেন এটা হল একটি মহা সর্তক ঘন্টা এবং এটি ব্যক্তিগত: দোষী, দোষী, দোষী ঘন্টা বেজেই চলেছে। এর বার্তাটি জোড়াল: সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যে কেবলমাত্র সমস্যা নয়, কিন্তু সমস্যা হল সৃষ্টিকর্তা ও আপনার মধ্যে।

এদন বাগানে জগতে পাপ প্রবেশ করার অনেক বছর পরে, ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে উঠালেন তাঁর চরিত্র ও তাঁর ধার্মিকতার ঘোষণা করার উপায় হিসাবে যেন সমগ্র জগত দেখতে পায়। তিনি তাঁর মনোনীত লোকদের তাঁর ব্যবস্থা দিলেন, দশ আজ্ঞা দিলেন তাঁর ধার্মিকতার মানদন্ড হিসাবে। দশ আজ্ঞা দেখায় ঈশ্বরের পবিত্রতার মানদন্ড যা একেবারে নিখুঁত, আর কেউ তা মাপতে পারে না(রোমীয় ৩ঃ১০-১১)। এই একই নিয়ম, যা পাথরের ফলকে করে ইস্রায়েলীয়দের দেওয়া হয়েছিল, এটা লেখা রয়েছে প্রতিটি মানুষের অন্তরে, যার মধ্যে আপনিও রয়েছেন(রোমীয় ৩ঃ১৪-১৫)। লোকেরা ইতিহাস থেকে দশ আজ্ঞা মুছে দেবার চেষ্টা করতে পারে। তারা অস্বীকার করতে পারে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজে ঐতিহাসিক প্রভাব। তারা সেগুলোকে আদালতের প্রাঙ্গন থেকে, সরকারী দালান থেকে এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ থেকে দূর করে দিতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু সুপ্রিম কোর্ট কি সিদ্ধান্ত নিল তা কোন বিষয়ই নয়, আপনি ঈশ্বরের আইন থেকে পালাতে পারেন না। আপনাকে সব জায়গাতেই এটি বহন করে নিয়ে যেতে হবে, আপনার হৃদয়ে যা লিখিত রয়েছে। একেই বলে আপনার বিবেক।

মানবিক বিবেক(এমন কিছু যা বিবর্তনবাদ কখনই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়নি) হল ঈশ্বরের ধার্মিকতার মানদন্ড; মানুষ ভিতরে তাঁর ব্যবস্থা বহনকারী সাক্ষী। বিবেক(conscience)কথাটি এসেছে একটি পুরাতন ইংরেজী শব্দ থেকে যার সহজ অর্থ “জ্ঞানের দ্বারা”। অন্য কথায় আপনি বেঁচে আছেন ও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছেন ঈশ্বরীয় মানদন্ড অনুসারে ভাল ও মন্দ জ্ঞানের মধ্যে, আপনার ভিতরের একটি নীতি যেটি সিদ্ধান্ত নেয় আপনার কাজে ধার্মিকতা বা দুষ্টতার বা আপনার কাজ বা পছন্দ এবং তাৎক্ষণিক সম্মতিতে বা তাদের দোষারোপে। ঈশ্বর পবিত্র এবং তাঁর ব্যবস্থা ন্যায় বিচার দাবী করে। আপনার বিবেক আপনাকে দোষী বলে ঘোষণা দিচ্ছে।

মিথ্যা বলা ঠিক নয় এবং আপনি তা জানেন। আপনি কি কখনো মিথ্যা বলেছেন? অস্পষ্ট এবং গল্প মিথ্যাই, চুরি করা মন্দ কাজ এবং আপনার বিবেক এটি প্রমাণ দেয়। আপনি কি কখনো কিছু চুরি করেছেন? আকৃতি এবং মুল্য অপ্রাসঙ্গিক। আপনি কি কখনো অনর্থক ঈশ্বরের নাম নিয়েছেন, উপহাস করেছেন বা বিকৃত ভাবে নামটি নিয়েছেন বা অভিশাপ দিয়েছেন? এটি ঈশ্বর নিন্দা এবং আপনার বিবেক এতে আপনাকে দোষী করে। আপনি কি কখনো কামনা ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন? ঈশ্বর অন্তরের বিচারক, বাইরের দিক দেখে নয়, তিনি আপনার কামনা ও ব্যভিচার দেখেন(মথি ৫ঃ২৭-২৮)। যখন আপনি হস্ত-মৈথুন, পর্ণো ছবি দেখেন বা বন্ধ দরজার পেছনে অবৈধ যৌন মিলন করেন তখন যে দোষবোধ আপনার মধ্যে জাগে সেটা কি? এটা হল আপনার বিবেক আপনার পাপের সাক্ষ্য বহন করে এবং আপনার সৃষ্টিকর্তা এটা তীব্রভাবে ঘৃণা করেন। ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে কাউকে ঘৃণা করা বা অবজ্ঞা করার সাথে হত্যা করার কোন পার্থক্য নেই (মথি ৫ঃ২১-২২; ১ যোহন ৩ঃ১৫)। আপনি কি ভ্রান্ত দেবতার উপাসনা, ভ্রান্ত ধর্মের অনুসরণ(এর মধ্যে বিবর্তনবাদের ধর্ম অর্ন্তভুক্ত) করেন বা ভ্রান্ত বিশ্ব দর্শন যা আপনি আপনার মনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন আপনার নিজের কামনা ও বিনোদনের সেবা করার জন্য? এটি ব্যভিচার এবং সৃষ্টিকর্তা একে একে ঘৃণা করেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ঈশ্বর আপনার প্রতিটি চিন্তা জানেন, প্রতিটি কথা জানেন, প্রতিটি কাজ জানেন এবং প্রতিটি ইচ্ছা জানেন। আর আপনার বিবেক, ঈশ্বরের ব্যবস্থা আপনার ভিতরে লিখিত, এটা হল আপনার হৃদয়ের এক্স-রে। এটা বলছে দোষী দোষী দোষী। এর বার্তা প্রতিদিন বায়ু তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে আপনার হৃদয়ে আসছেঃ আপনার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার একটি সমস্যা রয়েছে। এটা যে কেবল আপনি করেছেন তা নয় বরং স্বভাবগত ভাবে আপনি কে: একজন আইনভঙ্গকারী(১ যোহন ৩ঃ৪)। আপনি জানেন এই সমস্ত কাজ মন্দ তথাপি যে কোন ভাবেই হোক আপনি তা করছেন, সকল ক্ষণিকের আনন্দকে আপনার বিবেক দোষারোপ করছে (রোমীয় ১ঃ৩২)।

হ্যা, ঈশ্বর আপনাকে স্পষ্টরূপে বলেছেন, আপনি এটা অস্বীকার করুন বা না করুন। সত্য কখনো আপনার উপরে নির্ভর করে না এমনকি আপনার অনুভূতি, আবেগ বা মতামতের উপরও নয়। সৃষ্টি, অভিশাপ এবং আপনার বিবেক জোরাল ও স্পষ্ট, বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডের ঈশ্বরের সরাসরী বার্তা:

একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে সমস্যা রয়েছে এবং স্রষ্টা ও আমার মধ্যে সমস্যা রয়েছে।

বিশ্বাস করুন বা না করুন, বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডের প্রভু কথা বলেন নাই। আপনি যা কিছু ইতিমধ্যে শুনেছেন তা শুনেছেন প্রতিদিন বিশ্বের প্রতিটি কোণের প্রতিটি লোকের দ্বারা। তথাপি, আর একটি বার্তা রয়েছে যা হল ঈশ্বর আপনাকে অনেক ভালবাসেন যা প্রকাশিত হয়েছে এবং এই বার্তা এসেছে বিশেষ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে (অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা) এবং বিশেষ রাজদূতের মাধ্যমে যেমন সেই ব্যক্তি যিনি আপনাকে এই ট্রাক্টটি দিয়েছেন বা আপনার জন্য রেখে গেছেন।

ক্রুশের দিকে দেখুন!

ক্রুশের বার্তা সরল, যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বর মাংসে প্রকাশিত, এই কথাটি বলেছেন দুইটি শব্দে: সমাপ্ত হইল (১ যোহন ১৯:৩০)।

সারা পৃথিবীর লোকেরা মন্দিরে বা গির্জায় যায়। সেখানে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে। তারা প্রতিদিন তাদের ভাল কাজ করে। তারা চেষ্টা করে তাদের অবিকল ‘কার্বন পদচিহ্ন’ রেখে যেতে। তারা যোগ্যতা অর্জন করার চেষ্ঠা করে, তাদের কর্মের উন্নতি করে, অথবা ধার্মিকতার চেষ্টা করে। এগুলি বাৎসরিক অনুশীলন নয়, অথবা এভাবে এটি মাসিকও নয়। অনেকের জন্য এটি প্রতিদিনের কাজ। কেন? কারণ গতকালকের দিন কখনো ভাল হয় না। ধর্ম কখনোই যথেষ্ট ভাল নয়। জ্ঞান কখনোই যথেষ্ট ভাল নয়। বিজ্ঞান কখনোই যথেষ্ট ভাল নয়। সম্পদ, সুখ্যাতি, ক্ষমতা, প্রভাব কখনোই যথেষ্ট ভাল নয়। রোমীয় ১০:৩ পদ এরকম বলেছে: “ফলতঃ ঈশ্বরের ধার্মিকতা না জানায়, এবং নিজ ধার্মিকতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করায়, তাহারা ঈশ্বরের ধার্মিকতার বশীভূত হয় নাই।” এর শেষটা সত্যিই করুণ। Aldoud Huxley, একজন প্রখ্যাত নাস্তিক, বিবর্তনবাদী, নেশাগ্রস্থ বিংশ শতকের প্রথম দিকে তার মৃত্যু শয্যায় এটি বলতে চেয়েছেন নিজে নিজে LSD ইনজেকশন গ্রহণের আগে: “এটা বেশ বিব্রতকর এক জীবনে সব মানবিক সমস্যায় উদ্বিগ্ন হওয়া এবং শেষে যা পাওয়া যায় তাহল একজনের উপদেশ দান ছাড়া আর তেমন কিছু থাকে না: চেস্টা কর এবং সামান্য নত হও।” হাক্সলীর জন্য, বিবর্তনবাদ, নাস্তিকতা এবং LSD যথেষ্ট ভাল ছিল না। কিছু হারিয়ে গেছে বাকী যা শেষে পড়ে ছিল তাহল অসহায় অজ্ঞতা।

ঈশ্বর স্পষ্টভাবে বলেছেন। সৃষ্টি অভিশাপ এবং আপনার বিবেক একজন উদ্ধারকর্তা ছাড়া আপনাকে অসহায় ও হতাশার মধ্যে রেখে গেছেন, কারণ ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা ন্যায় বিচার দাবী করে। কিন্তু ক্রুশ এবং যীশু খ্রীষ্ট, এর উপরে তিনটি সহজ শব্দ রয়েছে “ইট ইজ ফিনিশড (সমাপ্ত হইল) যা উচ্চস্বরে বলছে যে একজন উদ্ধারকর্তা রয়েছেন! একজন আছেন যিনি আপনাকে পাপের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে পারেন; একজন আছেন যিনি আপনাকে আপনার দুষ্টতা, পৌত্তলিক জীবন থেকে মুক্ত করতে পারেন; একজন আছেন যিনি পবিত্র ও সর্বশক্তিশান বিচারক: প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রোধ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

জগতের লোকদের ক্রুশের বার্তা শোনা দরকার। আপনার দরকার ক্রুশের বার্তা শোনা: কারণ আমরা দোষী এবং নরকে যাবার যোগ্য, কারণ “পাপের বেতন মৃত্যু”(রোমীয় ৬:২৩), ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেছেন: তিনি নিজে জগতে এসেছিলেন(যীশু খ্রীষ্ট যিনি মাংসে প্রকাশিত ঈশ্বর) আমাদের শাস্তি নিতে এবং আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করতে। তিনি নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পাপের শাস্তির পরিবর্তে নিজের দেহকে পাপের মূল্য হিসাবে উৎসর্গ করলেন, আমাদের ন্যায় বিচারের জন্য তিনি পবিত্র আত্মার পরাক্রমে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। ফলস্বরূপ, পাপের দেনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়েছে এবং তাদের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমা লাভ হতে পারে যারা পাপ থেকে মন ফিরাবে এবং তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থানের উপরে রাখবে। অন্য কথায় ২ হাজার বছরেরও

আগে, যখন যীশু ক্রুশের উপর থেকে চিৎকার করে বলেছিলেন "সমাপ্ত হইল", তখন একটি বৈধ লেনদেন সংঘটিত হয়েছিল। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এলেন এবং আপনার সমস্ত দেনা পরিশোধ করলেন। আপনার বিবেকে তাঁর যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা লিখিত ছিল তা আপনি ভঙ্গ করেছেন এবং যীশু খ্রীষ্ট আপনার দেনা পরিশোধ করেছেন তাঁর জীবনের রক্ত দ্বারা। এর অর্থ হল, যীশু খ্রীষ্টের কষ্টভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে ঈশ্বর আপনার মামলাটি খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি আপনার মৃত্যুদন্ড রদ করতে পারেন। তিনি বৈধভাবে যীশু খ্রীষ্টে আপনার বিশ্বাস ও মন পরিবর্তনে আপনাকে জীবন যাপন করতে দিতে পারেন।

আমি আবার বলছি: যীশু খ্রীষ্ট পাপহীন নিখুঁত জীবন যাপন করেছিলেন(ইব্রীয় ৪ঃ১৫) এবং ঈশ্বরীয় ব্যবস্থার ধার্মিকতার সন্তুষ্টির দাবী অনুসারে তিনি কষ্টভোগ করেছিলেন এবং রোমীয় ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন(গালাতীয় ৩ঃ১০-১৩)। তিন দিন পরে, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠে প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁর উৎসর্গ গৃহিত হয়েছে। সেজন্য, পবিত্র ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করতে পারেন এবং আমাদের জন্য অনন্ত জীবন মঞ্জুর করতে পারেন। পরিত্রাণ বিনামূল্যে দান: এটি অর্জন করা যায় না এটি কেবল মাত্র গ্রহণ করতে হয়। যোহন ৩ঃ১৬ পদ পড়ি "কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।" এর কয়েক পাতা আগে যোহন ১ঃ১২ পদ বলে "কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।"

বন্ধুরা, একজন ঈশ্বর আছেন এবং একদিন আপনি বিচারের জন্য দাঁড়াবেন। আপনার ধর্ম, আপনার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং আপনার আত্ম-ধার্মিকতার নৈতিকতা সেদিন আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। সেদিন যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেবে তা হল: আপনি কি নূতন জন্ম লাভ করেছেন(নূতন জন্ম লাভ করার অর্থ অনুগ্রহে খ্রীষ্টের আত্মা আপনার মধ্যে জন্ম নেয় ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মাধ্যমে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাজের দ্বারা এক আত্মিক পূণর্জন্ম হয়, দৈহিক পূণর্জন্ম নয় যা ভ্রান্তভাবে পূণর্জন্মবাদে দাবী করা হয়)? আপনি কি ঈশ্বরের সামনে নিজেকে নত করেছেন? আপনি কি আপনার পাপের জন্য অনুতপ্ত? আপনি কি একমাত্র যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে বিনামূল্যে দত্ত পরিত্রাণ গ্রহণ করেছেন? রোমীয় ৫ঃ৮ পদে বাইবেল বলে, "কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন।"রোমীয় ১০ঃ৯-১০ পদে পাঠ করি: "কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে। কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ধার্মিকতার জন্য, এবং মুখে স্বীকার করে, পরিত্রাণের জন্য।" এটিই আপনার একমাত্র আশা, আমার বন্ধু, যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যদি আপনি তাঁকে ডাকেন তবে তিনি আপনাকে রক্ষা করবেন। অনেক ভাল কাজ করে স্বর্গে যাবার চেস্টা করা হল ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করা, কারণ তিনি আমাদের পাপের জন্য তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন। এটি হল স্বার্থপর মূর্খতা, সম্পূর্ণ দেনা পরিশোধের দান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং আপনার অসীম ঋণের জন্য নিজে কাজ করার দাবী করা। অন্যদিকে ঈশ্বর সৃষ্টি, অভিশাপ ও আপনার বিবেকের মাধ্যমে ইতিমধ্যে আপনাকে বলেছেন এটা অসম্ভব।

এটি ধর্ম সম্বন্ধে নয়

এর উপরে জোর দিতে হবে: এটি ধর্ম সম্বন্ধে নয়। ধর্ম, এটি খাঁটি, কিন্তু একজন ধার্মিক ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, তার ধার্মিকতার তুলনায়, আমাদের তথাকথিত ভাল কাজ হল নোংরা কাপড়ের মত(যিশা ৬৪:৬)। ধর্ম পাপ মুছে ফেলতে পারে না। কোন ধর্মীয় প্রচেষ্টা বা অভিজ্ঞতা একটি পাপও বাতিল করতে পারে না, এবং ভাল কাজ কখনই মন্দ কাজকে অপসারিত করতে পারে না। বুদ্ধও এটা জানতেন, একবার তিনি জানতে চেয়েছিলেন: "একটা মন্দ কাজ মুছতে ভাল কাজ কতদিন করতে হবে?" বুদ্ধ হিন্দু মন্দিরের পিলারের দিকে আঙ্গুল তুলেছেন। বৈশিষ্ট্যগত ভাবে এগুলো নোংরা সুগন্ধি ও উৎসর্গের ঝুলকালিতে, এবং তারপর উত্তর দিয়েছেন, "যদি আপনার একটি কাপড়ের টুকরা থাকে এবং প্রতি বৎসর একটি বাতাসের ধাক্কা দিলেন পিলারটি পরিস্কার করতে, বিবেচনা করুন কত সময় লাগবে সম্পূর্ণ পিলারটি পরিস্কার করতে। একটা মন্দ কাজ মুছতে ভাল কাজের যত সময় লাগবে তার চেয়ে বেশী সময় লাগবে।" অন্য কথায়, বুদ্ধ স্বীকার করেছেন যে এটি অসম্ভব এবং এভাবে, তিনি সঠিক ছিলেন। কারণ আমরা আমাদের ভিতর থেকেই খারাপ (মার্ক ৭:২০-

২৩), ধর্ম কখনই মানুষের পাপময় প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না। সমস্যার মূল হল হৃদয়ের সমস্যা(যিরমিয় ১৭:৯) ঈশ্বরের ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে এটি প্রকাশ করেছে। যেমন যীশু বলেছেন, "আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিও না"(যোহন ৩:৭)। এছাড়াও "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নয়; বরং যদি মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে"(লূক ১৩:৩,৫)। যদি আপনি আপনার ধর্মের উপরে নির্ভর করেন যে তা আপনাকে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক করবে, তবে এটি যে তা করতে অক্ষম কেবলমাত্র তাই নয়, কিন্তু এই ধরণের বিশ্বাস রাখার জন্য আপনার পাপে আরও কিছু যুক্ত হবে ও আপনি দোষীকৃত হবেন। সর্বপরি, এমনকি তাদের প্রার্থনা যারা তাদের কাণ ঈশ্বরের বাক্যের দিক থেকে ফিরিয়েছে তাও ঘৃণিত(হিতোপদেশ ২৮:৯)। আপনি আপনার পাপ থেকে মন না ফিরালে এবং যীশুর দিকে যতক্ষণ না ফিরবেন, আপনি আপনার ধর্মেই মারা যাবেন; আপনি আপনার পাপেই মারা যাবেন(যোহন ৮:২৪)। সৃষ্টি, অভিশাপ ও বিবেকের বার্তা একে নিশ্চিত করেছে।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ভিখারী নন

ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে কেউ বিনষ্ট হয়, কিন্তু এই ্কই সময়ে, তিনি ভিখারীও নন। এমনকি তিনি কোন আকাশের পরী নন যিনি রয়েছেন কেবল আপনার স্বপ্ন পূরণের জন্য। তিনি হলেন পৃথিবীর মহান ধার্মিক রাজা এবং শাসনকর্তা(গীত ৪৭:২)। এবং কোন ধর্ম পালন বা অনুষ্ঠান আপনাকে নরক বাস থেকে রক্ষা করতে বা আপনাকে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক করতে পারবে না। কেবলমাত্র তিনিই এটি করতে পারেন এবং আপনাকে অবশ্যই এটি লাভ করতে হবে। আপনার প্রতিমা ও অন্তসারশূন্য ধর্ম থেকে ফিরুন এবং সহজ সরল ভাবে প্রভুর কাছে আপনার পাপ স্বীকার করুন, নরক থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁর সাহায্য চান। যীশুকে ধন্যবাদ দিন আপনার পাপের শাস্তি বহন করার জন্য এবং ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে আপনাকে উদ্ধারের জন্য; আপনার সম্পূর্ণ নির্ভরতা তাঁর উপরে রাখুন, কাপড়ের জোড়ার মত তাঁর উপরে দুর্বল চেষ্টা নয়; এবং বিশ্বাসের সাথে তাঁকে বলুন যে আপনি তাঁর অনন্ত জীবনের দান গ্রহণ করেছেন। এখন যীশু খ্রীষ্ট আপনার হৃদয়ে আসবেন এবং আপনাকে নূতন জীবন দান করবেন, ঠিক যেভাবে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন(যোহন ৬:৩৭; রোমীয় ১০:১৩; গালাতীয় ৪:৬)। প্রিয় বন্ধু, এটাই হল নূতন জন্মের অর্থ, যীশু বলেছেন, "সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না"(যোহন ৩:৩)।

যীশুর কাছে দৌড়ে আসুন; তাঁর পরিত্রাণের সুসমাচার আকড়ে ধরুন; এটাই আপনার একমাত্র আশা। আপনার কাজকে পরিস্কার করার দরকার নেই, আপনার দরকার নূতন হৃদয়(যিরমিয় ১৭:৯; যিহিস্কেল ৩৬:২৬)। একমাত্র খ্রীষ্টই এটা আপনাকে দিতে পারেন। আজকেই তাঁর কাছে ছুটে যান, হয়তো আপনার জীবনে আগামীকাল নাও আসতে পারে। বাইবেল পড়ুন, যোহন লিখিত সুসমাচার দিয়ে শুরু করুন এবং পরে রোমীয় পুস্তক, এবং ঈশ্বরের বাক্য যা বলে সেই কাজটি করুন। যদি আপনি আপনার নিজের পথ ত্যাগ করেন এবং খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেন তবে ঈশ্বর কখনও আপনাকে ছেড়ে যাবেন না এমনকি ত্যাগও করবেন না।

অথবা অস্বীকৃতির জীবন যাপন করুন। ক্রুশের বার্তাকে উপহাস করুন, একে বলুন অক্ষম ধর্ম। সৃষ্টি, অভিশাপ ও বিবেক যা প্রতিদিন আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তা অবজ্ঞা করুন। হৈ হুল্লোড় করুন এবং জগতের আমোদ প্রমোদে ডুবে যান। সবল ভাবে বাঁচুন কিন্তু যে কোন ভাবে মৃত্যুবরণ করুন। আপনার এই ভাল সময় এতদিন শেষ হয়ে যাবে, এবং নরকের মিলন মেলা বিলিন হয়ে যাবে আগুনে। খ্রীষ্টে ঈশ্বরের পরিত্রাণের উপায়কে প্রত্যাখ্যান করা পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে নিন্দা করার সামিল যিনি যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন(যোহন ১৫:২৬)। এবং "কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, অনন্তকালেও তাহার ক্ষমা নাই, সে বরং অনন্ত পাপের দায়ী। উহাকে অশুচি আত্মায় পাইয়াছে, তাহাদের এই কথা প্রযুক্ত তিনি এইরূপ কহিলেন"(মার্ক ৩:২৯-৩০)। যীশুর সময়ে ধর্মীয় নেতারা যীশুকে মন্দ আত্মায় পাওয়া বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল, পবিত্র আত্মার নিন্দা করেছিল। যীশু খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যানের দ্বারা আপনি কি সেই একই কাজ করতে চান? সত্য সব সময়ই সত্য, আমার বন্ধুরা, আপনি কি শিখেছেন তা কোন বিষয়ই নয়।

সুতরাং আপনি খ্রীষ্টিয়ান হয়েছেন বলে দাবী করুন?

সম্ভবত আপনি এটি পড়েছেন এবং হয়তো দাবী করছেন যে যীশু খ্রীষ্ট আপনার ব্যক্তিগত প্রভু ও ত্রাণকর্তা, আর এই কারণে, আমি আনন্দ করছি। যা হোক, আমি আপনাকে দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো: আপনি প্রভুর জন্য জীবন যাপন করছেন? আপনি কি তাঁর সম্বন্ধে অন্যদের বলছেন? যদি উত্তর হয় 'না' তাহলে কেন নয়? আমার একজন মিশনারী বন্ধু একবার আমেরিকার এপান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেছেন তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এবং যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার রাস্তায় রাস্তায় ঘোষণা করেছেন। তার এই প্রচেষ্টার সময়ে তিনি আমাকে লিখলেন: "সব জায়গাতে, আমরা ব্যাঘাতজনক ঘটনা দেখলাম যা এর আগে কখনো দেখিনি, বেশীর ভাগ খ্রীষ্টিয়ান সাধারণ ভাবে নি:সঙ্গ জীবন যাপন করছেন তারা বিশ্বাসী জীবন যাপনের অসুবিধাজনক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দুরে তুলনামূলক ভাবে আরাম ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করছেন, তারা অনুপ্রাণিত তাদের আত্ম কেন্দ্রিকতা বা সম্পূর্ণ ভাবে তাদের নিষ্ক্রিয়তায় অনন্তকালীন ফলাফলের বিবেচনাহীনতার দ্বারা, সম্পূর্ণ ভাবে জাগতিকতাকে তারা সুযোগ দিয়েছে তাদের ঘিরে রাখতে এবং কোন আশা ছাড়াই তারা অনন্ত জীবনের থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন।" একজন খ্রীষ্টিয় ভ্রাতা হিসাবে, আমি প্রার্থনা করি, আপনার সমাধি লিপিতে এটি লেখার সুযোগ দেবন না। বরং তাদের মত হন যারা খ্রীষ্টের নাম দাবী করে অর্ধামিকতা থেকে দুরে সরে গেছে এবং এগিয়ে চলেছেন জগতের অন্ধকারে দিপ্তীর মত, সুসসমাচারে সত্য ঘোষণা করছে।

আবার, নূতন জন্ম প্রাপ্ত বিশ্বাসীরা, যারা হয়তো এটি পড়ছেন: দয়া করে কেবলমাত্র বাঁচবার জন্য সব কিছু করবেন না। গতানুগতিক ধার্মিক খ্রীষ্টিয়ানদের মত আত্মিকতাহীন হবেন না। যেমন যীশু আদেশ করেছেন, "আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর"(মার্ক ১৬:১৫), এবং যেমন ১ তীম ৬:১২ পদ বলে, "বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ কর; অনন্ত জীবন ধরিয়া রাখ; তাহারই নিমিত্ত তুমি আহূত হইয়াছ, এবং অনেক সাক্ষীর সাক্ষাতে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছ।"

উপসংহার

এখন আমি 'পাপীর প্রার্থনা' লিখতে যাচ্ছি না এবং তারপরে আপনার কাছে আবেদন করছি না যে আপনি তা মনে মনে আমার পরে পরে বলবেন। যেভাবে এর মধ্যে পুনরাবৃত্তি করেছেন: ঈশ্বর চান না কেউ বিনষ্ট হয়ে যাক, কিন্তু আবার, তিনি ভিখারীও নন। তিনি হলেন এই পৃথিবীর মহান রাজা ও শাসক। এবং আমি বা এমন কোন 'যাদুকরি শব্দ' নেই যা আপনাকে নরক থেকে রক্ষা করতে পারে বা ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক করতে পারে। কেবল মাত্র তিনিই তা করতে পারেন এবং আপনাকে এটি পাবার জন্য চাইতে হবে। ২১ জুলাই ১৯৯৩, আমি সহজ সরল ভাবে আমার পাপ প্রভুর কাছে স্বীকার করি এবং তাঁর কাছে নরক থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য যাচঞা করি। আমি যীশুর ধন্যবাদ করি আমার পাপের শাস্তি বহন করার জন্য, আমি তাঁকে বলেছি যে আমি তাঁর দান অনন্ত জীবন গ্রহণ করেছি। যীশু খ্রীষ্ট আমার হৃদয়ে এসেছেন এবং আমাকে নূতন জীবন দিয়েছেন; আমি নূতন জন্ম লাভ করেছি এবং একেবারে পরিবর্তিত একজন মানুষে পরিণত হয়েছি। এটাই হবে আপনার আত্মপক্ষ সমর্থন। অনুতাপ করুন, যীশুর কাছে দৌড়ে আসুন। তিনিই একমাত্র যিনি আপনাকে উদ্ধার করতে পারেন ঈশ্বরের জন্য এবং তিনিই একতমাত্র জন যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারেন

– জেরী মিখায়ল বয়েড

"আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে"(প্রেরিত৪:১২)।

“তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে রক্ষা পাইব? ইহা ত প্রথমে প্রভুর দ্বারা কথিত, ও যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা আমাদের নিকটে দৃঢ়ীকৃত হইল”(ইব্রীয় ২:৩)।

“আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিও না”(যোহন ৩:৭)।

“যীশু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে আমাতে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাতেই বিশ্বাস করে; এবং যে আমাকে দর্শন করে, সে তাঁহাকেই দর্শন করে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি জ্যোতিস্বরূপ হইয়া এই জগতে আসিয়াছি, যেন, যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে অন্ধকারে না থাকে। আর যদি কেহ আমার কথা শুনিয়া পালন না করে, আমি তাহার বিচার করি না, কারণ আমি জগতের বিচার করিতে নয়, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি। যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, এবং আমার কথা গ্রহণ না করে, তাহার বিচারকর্তা আছে; আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহাই শেষ দিনে তাহার বিচার করিবে”(যোহন ১২:৪৪-৪৮)।

মনোনয়ন আপনার..........................

বিনামূল্যে কিং জেমস বাইবেলের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

এফপিজিএম
পোস্ট বক্স – ৭৯১
কানাভার, এনসি ২৮৬১৩ উইএসএ
টেলিফোন (০০১)৮২৮-২৯২-০০৪৫
ইমেলঃ info@fpgm.org

পুস্তিকাটি বিনা মূল্যে দত্ত এবং অনুমতি ছাড়াই এটি পুনমুদ্রণ করা যেতে পারে যদি তা ব্যবহৃত হয় পরিত্রাণের সুসমাচার ঘোষণা এবং বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। আপনি এটি কোন অবস্থাতে বিক্রি করতে পারেন না।